বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন

থ্যালাসেমিয়া
হেলাফেলার রোগ নয়

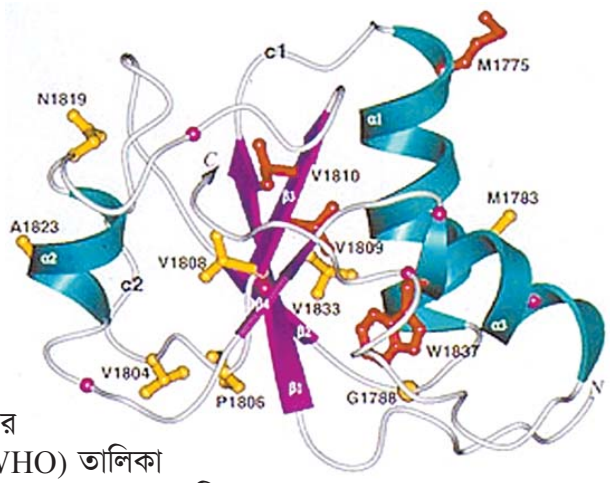

থ্যালাসেমিয়া, যার পরিণাম নিশ্চিত অকাল মৃত্যু। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে কি পরিমাণ থ্যালাসেমিয়ার রোগী আছে তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তালিকা থেকে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার ৭% (৯.৮ মিলিয়ন বা ৯৮ লাখ) থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। ১৪ কোটি জনসংখ্যার হিসাবে প্রতিবছর আমাদের দেশে প্রায় ৬ হাজার শিশুর জন্ম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি থ্যালাস্মিক প্রজন্ম... লিখেছেন **ডা. এম ফায়েজ সাজ্জাদ**

সারা বিশ্বে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত রোগসমূহের মধ্যে থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তস্বল্পতা, যা বাবা-মার দেহ থেকে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয় । এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকা। ফলে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগী সারা জীবন বেঁচে থাকে অন্যের রক্ত গ্রহণ করে। ঘনঘন অন্যের রক্ত গ্রহণের ফলে শরীরে অতিরিক্ত আয়রন জমা হয়, আক্রান্ত হয় বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে এবং দেখা যায় নানা জটিলতা, যার পরিণাম অকাল মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া কি

থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে এক ধরনের জন্মগত/বংশগত রক্তস্বল্পতা, যা ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিনের জন্য হয়ে থাকে। হিমোগ্লোবিন তৈরির ঘাটতির কারণে উৎপন্ন রক্তস্বল্পতাকেই বলা হয় থ্যালাসেমিয়া। এখানে বলে রাখা দরকার, রক্তের এই হিমোগ্লোবিন আমাদের দেহের অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বনডাই অক্সাইড পরিবহন ও নির্গমণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হিমোগ্লোবিনের এই ত্রুটি সাধারণত বংশগতভাবে হয়ে থাকে। পিতা-মাতার এ রোগ থাকলে তা সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এ রোগ জিনের (Gene) মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সদস্যদের মাঝে। জিন হচ্ছে একটি মাধ্যম, যার সাহায্যে বাবা-মার গুণাবলী সন্তানদের মধ্যে প্রবেশ করে। তবে এটা কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়, তাই অন্য কোনোভাবে একজন থেকে অন্য আরেকজনের মধ্যে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

থ্যালাসেমিয়ার বংশানুক্রম

থ্যালাসমিয়ার বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকলেও এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, পিতা-মাতা উভয়েই অথবা যেকোনো একজন বাহক হলে সন্তানের মধ্যে বংশানুক্রমে থ্যালাসেমিয়া ছড়িয়ে পড়বে। থ্যালাসেমিয়ার বংশানুক্রমিক বিকাশের (Pedigree Chart) একটি নকশা নিচে দেয়া হলো।

বাবা-মায়ের কোল আলো করে জন্ম নিল একটি ফুটফুটে সন্তান। পরিবারের সবার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু জন্মের পর থেকেই শিশুটি ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। একদম খায় না শিশুটি, খেতে গেলেই বমির ভাব হয়। বাবা-মা ছুটলেন চিকিৎসকের কাছে। ডাক্তার বললেন 'আপনার শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, অতিরিক্ত রক্ত ভাঙার ফলে জন্ডিস দেখা দিয়েছে এবং প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। দেখুন শিশুটির পেটটা বড় হয়ে গেছে, তার মুখমন্ডলে রোগের বিশেষ ছাপ লক্ষ্য করা যায়। একে Thalasmic Facie বলে। আপনার শিশুকে বাঁচার জন্য নির্ভর

১. মাতা কিংবা পিতার মধ্যে যদি একজন সুস্থ হয় এবং অন্যজন থ্যালাসেমিয়া বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ :

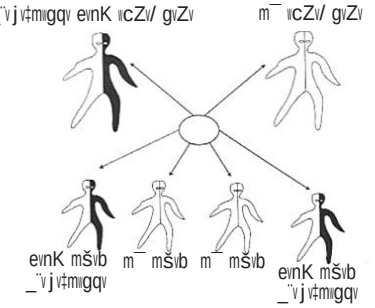

A_vr mšÍb‡`i g‡a¨ 50% evnK mšÍb Ges 50% m¤úY m¯ mšÍb

২. যদি মাতা এবং পিতা উভয়েই থ্যালাসেমিয়া বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ :

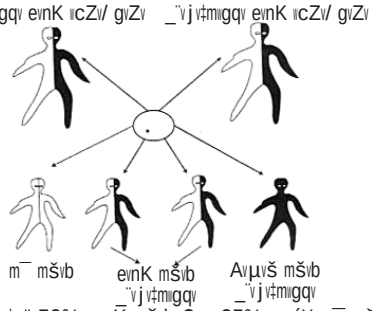

A_vr mšÍb‡`i g‡a¨ 50% evnK mšÍb Ges 25% m¤úY m¯ mšÍb Ges 25% m¤úY Am¯ mšÍb

করতে হবে অন্যের রক্তের ওপর। কারণ এ রোগের নাম থ্যালাসেমিয়া।'

কী এর প্রতিকার? কী এর চিকিৎসা? ওষুধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য কোনো চিকিৎসা এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব যদি সফলভাবে অস্থিমজ্জা সংযোজন (Bone Marrow Transplantation) করা হয়, যার জন্য প্রয়োজন কয়েক মিলিয়ন টাকা। এই সঙ্গতি এবং সুযোগ থেকে সিংহভাগ রোগীই বঞ্চিত। তাই তাদের মূলত নির্ভর করতে হয় অন্যের রক্ত গ্রহণের ওপর।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বক্তব্য

কথা বলছিলাম বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. এবিএম ইউনুসের (সহযোগী অধ্যাপক, হেমাটোলজি বিভাগ- বিএসএমএমইউ) সঙ্গে। তাঁর ভাষ্য- তুলতে হবে। বিয়ের আগে পাত্র এবং পাত্রী উভয়কেই জেনে নিতে হবে যে তাদের রক্তে থ্যালাসেমিয়া জিন আছে কিনা। যদি উভয়ের রক্তে এ জিন থাকে তাহলে এ বিয়ে বাতিল করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে আইন করে বাধ্যতামূলকভাবে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে বিয়ের অনুমতির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যেকোনো একজন থ্যালাসেমিয়ার জিন মুক্ত থাকলে এরূপ বিয়েতে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। এছাড়া থ্যালাসেমিয়ার বাহক মহিলারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের অনেক আগেই অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ৬-১০ সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা (Pre-natal Diagnosis) দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে অনাগত সন্তান সুস্থ হবে, নাকি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হবে। এভাবে আক্রান্ত সন্তানের জন্মগ্রহণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।'

'প্রয়োজন হলে আইন করে বাধ্যতামূলকভাবে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে বিয়ের অনুমতির ব্যবস্থা করতে হবে'

ডা. এবিএম ইউনুস

সভাপতি, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন
সহযোগী অধ্যাপক, হেমাটোলজি বিভাগ- বিএসএমএমইউ

'থ্যালাসেমিয়ার প্রতিকার সম্ভব নয়, তাই প্রতিরোধই এর থেকে মুক্তির উপায়। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের যেহেতু অন্যের রক্ত গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে হয়, তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ রক্তের ব্যবস্থা করা উচিত।

সেই সঙ্গে দূষিত রক্ত সরবরাহকারী সব বাণিজ্যিক অবৈধ ব্লাড ব্যাংক বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বেচ্ছা রক্তদানকারী সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করা উচিত। দেশের প্রতিটি নাগরিককে এ রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে

কোনো পরিবারে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত একটি শিশুর জন্ম হলে তা শুধু ঐ পরিবার বা শিশুর ওপরই প্রভাব ফেলে না বরং গোটা দেশ ও জাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। হয়তো নিজের অজান্তেই আমরা বহন করে চলেছি থ্যালাসেমিয়ার জিন, নিজের অজান্তেই জন্ম দিচ্ছি থ্যালাস্‌মিক শিশু। আপনি থ্যালাসেমিয়ার জিন বহনকারী কি না তা খুব সহজেই জানতে পারবেন হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফরোসিস্ (Hb. Electrophrosis) নামক পরীক্ষার মাধ্যমে।

কোথায় করাবেন এই পরীক্ষা

আমাদের দেশে মাত্র কয়েকটি জায়গায় এ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। BSMMU (প্রাক্তন PG হাসপাতাল), বারডেম হাসপাতাল, AFIP (আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি), পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন। এছাড়া চট্টগ্রামে ও বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ পরীক্ষা চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। এই পরীক্ষা করাতে খরচ পড়বে ৬০০-৮০০ টাকা।

বিয়ের আগে রক্তের এই পরীক্ষা কেন করবেন

এ কথা ঠিক যে, পাত্র-পাত্রীর বায়োডাটায় এই বিশেষ রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত থাকবে তা আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে না। আসুন বরং আত্মসচেতন হই। অন্যকে দোষারোপের চেয়ে বরং নিজের রক্তটা একবার পরীক্ষা করে দেখি। নিজের সন্তান, স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন এদের রক্ত একবার পরীক্ষা করে দেখি। অন্তত নিজের জন্য না হোক, অনাগত সন্তানের জন্য, অনাগত প্রজন্মের জন্য, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আর একটি বার চিন্তা করবেন!

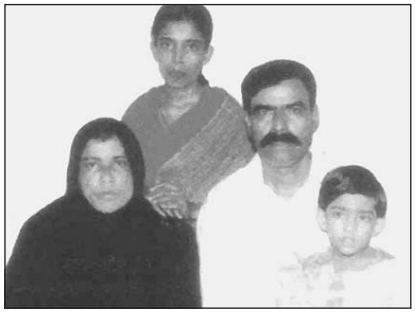

GB cwievi m`m¨‡`i g‡a¨ evev Ges gv AvcvZZ `ywóZ m¯’ g‡b n‡j I DfqB _¨vjv‡mwgqvi evnK| GB Rb¨ Zv‡`i mšÍvb (ev †f‡K wØZxq) _¨vjv‡mwgqvq Avµvš— Ges GB †ivMxi wkï mšÍvbwUI (Wv‡b) evnK n‡q‡Q _¨vjv‡mwgqvi

কাজ করে যাচ্ছে 'থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'

যেহেতু থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রোগ, তাই ওষুধের মাধ্যমে এ রোগ ভালো করা যায় না। কিন্তু এরই মাঝে যারা এ রোগে আক্রান্ত তারা কী করবেন? আশার কথা, কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে চললে এসব রোগীর উপসর্গ কমিয়ে জীবনের মানোন্নয়ন ও দীর্ঘ সুস্থ জীবনের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী ও কতিপয় সমাজকর্মীর সম্মিলিত উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সার্বিক কল্যাণে গঠিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।' এটি একটি অলাভজনক এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এখানে সব ধরনের থ্যালসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর স্বল্প খরচে চিকিৎসা দেয়া হয়, এমনকি গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হয়।

থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২৫/৩, গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ফোন: ৯৬৬১৪১০, ৮৬১০৩১৩